উপস্থিত : মোঃ হাসান জামান, জজ, অর্থঋন আদালত নং-১, ঢাকা ।

আদেশ নং- ৫৭
তারিখ-১৭/০৮/২০২৬

অদ্য দরখাস্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে।

ডিক্রীদার ব্যাংক ও ২ নং দায়িকপক্ষ হাজিরা দাখিল করেন। নথি দরখাস্ত শুনানীর জন্য গৃহীত হলো।

২ নং দায়িকপক্ষ অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ৫৭ ধারার বিধান উল্লেখপূর্বক অত্র জারি মামলার ৪১, ৪৭ ও ৫৫ নং আদেশসমূহ বাতিল এবং উক্ত আদেশসমূহের ভিত্তিতে সিলেট ও খুলনা জেলা জজ আদালতে প্রেরিত খন্ড নথি রি-কল করার প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন।

দরখাস্তের বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, ডিক্রীদার ব্যাংক কথিত ৭,৩৫,৫৩,৬৮৯.৮৭/- টাকা আদায়ের জন্য মামলা দায়েরকালে Court Fees Act-এর ৮(খ) ও ৩৫(ক) ধারার বিধান অনুসরণ করে নাই এবং অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ৬(২) ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া মামলা দায়ের করিয়াছে। আরও অভিযোগ করা হয় যে, মূল মামলায় দায়িকের নামে যথাযথভাবে সমন জারি না করিয়াই ১৮/০৫/২০১৪ তারিখে একতরফা ডিক্রী অর্জন করা হয়।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি আরও নিবেদন করেন যে, অত্র জারি মামলায় ডিক্রীদার ব্যাংক অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ৩৩(৫) ধারার অধীনে 'খ'-তফসিলভুক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে সনদ লাভ করায় উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে ৩৩(৯) ধারার বিধান মোতাবেক ডিক্রী পূর্ণ সন্তুষ্টিতে নিষ্পত্তি হইয়া যায়। পরবর্তীতে উভয়পক্ষ সোলেনামা দাখিল করিলে ০২/০৩/২০২১ ইং তারিখে তা অগ্রাহ্য করা হয়। পরবর্তীতে পুনরায় ০৩/০৯/২০২১ ইং তারিখে উক্ত সোলেনামার ভিত্তিতে মামলাটি পূর্ণ সন্তুষ্টিতে নিষ্পত্তি করা হয়। সোলেনামার শর্তে শর্তভঙ্গের ক্ষেত্রে ডিক্রীদার ব্যাংক দায়িকের বিরুদ্ধে পৃথক মামলা দায়ের করিতে পারিবে মর্মে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও নতুন মামলা দায়ের না করিয়া ডিক্রীদার ব্যাংক ২৭/১০/২০২৪ তারিখে জারি মামলার তফসিলভুক্ত সম্পত্তি জারির জন্য সিলেট ও খুলনা জেলা জজ আদালতে প্রেরণের আবেদন করে। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র আদালত ২৭/১০/২০২৪ তারিখের ৫৫ নং আদেশে আবেদন মঞ্জুর করিয়া সংশ্লিষ্ট জেলা জজ আদালতে খন্ড নথি প্রেরণের আদেশ প্রদান করেন। যেহেতু কথিত সোলেনামাতে শর্ত ভঙ্গের ফলে নুতন মামলা করার শর্তারোপ করা হয়েছে সুতরাং অত্র জারি কার্যক্রম চলার কোন সুযোগ নেই, যার ফলে দরখাস্তকারী ৪১, ৪৭ ও ৫৫ নং আদেশ বাতিলের প্রার্থনা করিয়াছেন।

অপরদিকে, ডিক্রীদার ব্যাংকের বিজ্ঞ কৌসুলি উক্ত দরখাস্তের তীব্র বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, দরখাস্তটি আইনগত ভিত্তিহীন এবং অত্র জারি কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত ও অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্যে দায়ের করা হইয়াছে।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলিগণের বক্তব্য, দাখিলীয় দরখাস্ত, নথির সংশ্লিষ্ট অংশ এবং প্রযোজ্য আইন-বিধান মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করা হলো।

পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মূল অর্থ ঋণ মামলাটি ১৮/০৫/২০১৪ তারিখে একতরফা সূত্রে ডিক্রী দ্বারা নিষ্পত্তি হয়। উক্ত একতরফা ডিক্রীর বিরুদ্ধে প্রতিকার গ্রহণের জন্যও একই আইনে নির্দিষ্ট সময় ও পদ্ধতি নির্ধারিত আছে। অতএব, মূল মামলার একতরফা ডিক্রী যদি দায়িকপক্ষের মতে সমন জারির ত্রুটি বা অন্য কোনো আইনগত কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই প্রতিকার আইনানুগ নির্ধারিত পদ্ধতিতেই গ্রহণ করিতে হইবে; দীর্ঘকাল পর জারি কার্যক্রমের পর্যায়ে ধারা ৫৭-এর আশ্রয়ে মূল ডিক্রীর বৈধতা পরোক্ষভাবে পুনরায় প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ নাই।

আরও প্রতীয়মান হয় যে, মূল মামলার ডিক্রীর অনুলিপি পর্যালোচনায় ডিক্রীদার ব্যাংক সর্বোচ্চ কোর্ট ফি বাবদ ৫০,০১০/- টাকা প্রদান করিয়া মামলা দায়ের করিয়াছেন। অতএব, বাদীপক্ষ Court Fees Act কিংবা অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ৬(২) ধারার বিধান প্রতিপালন না করিয়া মামলা দায়ের করিয়াছেন দরখাস্তকারী পক্ষের এই অভিযোগ নথির বিদ্যমান উপাদান দ্বারা সমর্থিত নহে। জারি কার্যক্রমের পরবর্তী ঘটনাবলিও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। নথি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ১৭/০২/২০২১ তারিখে উভয়পক্ষের মধ্যে সোলেনামা সম্পাদিত হয় এবং পরবর্তীতে ১৩/০৯/২০২১ তারিখের আদেশে উক্ত সোলেনামার ভিত্তিতে মামলাটি পূর্ণ সন্তুষ্টিতে নিষ্পত্তি করা হয়। সোলেনামার শর্তাবলীতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রহিয়াছে যে, দায়িকপক্ষ সোলেনামার শর্ত ভঙ্গ করিলে তাহাকে প্রদত্ত সুবিধা ও সুদ মওকুফের সুবিধা বাতিল হইবে এবং ডিক্রীদার ব্যাংক অবশিষ্ট পাওনা আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। একই মর্মে সোলেনামা-সংক্রান্ত আদেশেও ডিক্রীদার পক্ষকে আইনানুগ সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়।

অতএব, সোলেনামার শর্ত দায়িকপক্ষ কর্তৃক পরবর্তীতে ভঙ্গ হইয়া থাকিলে, সোলেনামার অধীনে প্রদত্ত ছাড় বা সুবিধা অব্যাহত থাকিবে এইরূপ কোনো আইনগত বা চুক্তিগত অধিকার দায়িকপক্ষ অর্জন করে না। বরং শর্তভঙ্গের ফলাফল সম্পর্কে সোলেনামাতেই সুস্পষ্ট বিধান থাকায় উক্ত শর্তভঙ্গের পর ডিক্রীদার ব্যাংকের অবশিষ্ট পাওনা আদায়ের আইনানুগ অধিকার পুনরুজ্জীবিত হয়। এই পরিস্থিতিতে জারি কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আইনানুগ ব্যবস্থা

গ্রহণকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ বা অকার্যকর বলিয়া গণ্য করার কোনো কারণ পরিলক্ষিত হয় না।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ৫৭ ধারা আদালতকে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সাধন এবং আদালতের কার্যক্রমের অপব্যবহার প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পরিপূরক আদেশ প্রদানের সহজাত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। উক্ত ধারা কোনো পক্ষকে ইতঃপূর্বে আইনানুগভাবে গৃহীত, কার্যকর ও জারি কার্যক্রমের বিভিন্ন আদেশকে নির্বিচারে পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে বাতিল করানোর স্বতন্ত্র অধিকার প্রদান করে না। বরং ধারা ৫৭-এর প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হইল ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার প্রতিরোধ করা। অত্র ক্ষেত্রে ৪১, ৪৭ ও ৫৫ নং আদেশসমূহ জারি কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আইনানুগভাবে প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত আদেশসমূহের বিরুদ্ধে দায়িক পক্ষ উচ্চ আদালতের স্মরনাপন্ন হননি। অতএব, কেবল ধারা ৫৭-এর সাধারণ বিধান উল্লেখ করিয়া উক্ত আদেশসমূহ বাতিলের আবেদন গ্রহণযোগ্য নহে।

মূল ডিক্রী যদি কোনো পক্ষের মতে ভুল বা আইনবিরুদ্ধ হয়, তাহার জন্য আইনে নির্ধারিত স্বতন্ত্র প্রতিকার রহিয়াছে। জারি পর্যায়ে সেই ডিক্রীর ভিত্তি, কোর্ট ফি, সমন জারি কিংবা মূল মামলার বিচারিক ত্রুটি পুনরায় উত্থাপন করিয়া জারি কার্যক্রমকে স্থগিত বা ব্যাহত করা হলে তাহা ডিক্রীর চূড়ান্ততা ও জারি ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করিবে। অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ নিজেই জারি কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। ধারা ৩৭ অনুসারে জারি মামলা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির বিধান করা হইয়াছে।

তদুপরি, নথির ধারাবাহিক কার্যক্রমে যখন সোলেনামার ভিত্তিতে দায়িকপক্ষ সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে এবং পরবর্তীতে সোলেনামার শর্ত ভঙ্গের ফলে উক্ত সুবিধা বাতিল হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে, তখন ডিক্রীদার ব্যাংককে অবশিষ্ট পাওনা আদায়ের আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ হইতে বিরত রাখার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। বরং দায়িকপক্ষ কর্তৃক একদিকে সোলেনামার সুবিধা গ্রহণ এবং অপরদিকে শর্তভঙ্গের পর ডিক্রীদার ব্যাংকের পাওনা আদায়ের কার্যক্রমকে পুনরায় চ্যালেঞ্জ করা স্ববিরোধী (self-contradictory) এবং আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের শামিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, ২৭/১০/২০২৪ তারিখের ৫৫ নং আদেশে তফসিলভুক্ত সম্পত্তির জারি কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট খন্ড নথি সিলেট ও খুলনা জেলা জজ আদালতে প্রেরণের আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত আদেশের পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইবার পর বর্তমান দরখাস্তের মাধ্যমে উক্ত আদেশসহ পূর্ববর্তী ৪১ ও ৪৭ নং আদেশ বাতিলের আবেদন করা হইয়াছে। দরখাস্তকারী পক্ষ উক্ত আদেশসমূহের বিরুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট আইনগত ত্রুটি, অথবা এমন

কোনো পরবর্তী ঘটনা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন নাই, যাহার কারণে উক্ত আদেশসমূহকে nullity বা সম্পূর্ণ অকার্যকর ঘোষণা করা প্রয়োজন। বরং নথির সামগ্রিক পরিস্থিতি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান দরখাস্তের মাধ্যমে মূল ডিক্রী ও জারি কার্যক্রমের ইতঃপূর্বে সম্পন্ন ধাপসমূহ পুনরায় উত্থাপন করিয়া জারি কার্যক্রমকে বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর মূল উদ্দেশ্যই হইল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আইনসঙ্গত পাওনা দ্রুত ও কার্যকরভাবে আদায় নিশ্চিত করা; অতএব, এমন দরখাস্ত, যাহার মাধ্যমে কোনো সুস্পষ্ট আইনগত প্রতিকার সৃষ্টি না করিয়া কেবল জারি কার্যক্রম বিলম্বিত হয়, আদালত কর্তৃক উৎসাহিত বা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

ফলতঃ, ২ নং দায়িকপক্ষ কর্তৃক অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ৫৭ ধারার আশ্রয়ে অত্র জারি মামলার ৪১, ৪৭ ও ৫৫ নং আদেশ বাতিল এবং সিলেট ও খুলনা জেলা জজ আদালতে প্রেরিত খন্ড নথি রি-কল করার যে প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাহার পক্ষে কোনো গ্রহণযোগ্য আইনগত ভিত্তি পরিলক্ষিত হয় না। সার্বিক পরিস্থিতি, নথির উপাদান, পক্ষদ্বয়ের বক্তব্য এবং অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর প্রাসঙ্গিক বিধান পর্যালোচনায় ১৮/০৮/২০২৬ তারিখে ২ নং দায়িকপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত দরখাস্তটি আইনগত ভিত্তিহীন, অগ্রহণযোগ্য এবং অত্র জারি কার্যক্রম বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় উহা নামঞ্জুর করা হলো।

ডিক্রীদার ব্যাংক পক্ষকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় তদবির গ্রহণ করিবার নির্দেশ দেওয়া গেল।

আগামী----------ইং তারিখে ডিক্রীদারের তদবির।